AKASHVANI (AIR)
RNU : KOLKATA
Bengali Text Bulletin
Date: 04.06.2024 Time: 7.50 P.M.

বিশেষ বিশেষ খবর –

১) অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে ৩-শোর কাছাকাছি আসনে জিতে বা এগিয়ে থেকে তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসতে চলেছে এন ডি এ।

বিরোধী জোট আই এন ডি আই এ জিতেছে বা জিততে চলেছে ২৩০-টির বেশি আসনে।

পশ্চিমবঙ্গে ৪২-টির মধ্যে ২৯-টি আসনে জিতেছে বা এগিয়ে আছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি পেয়েছে বা এগিয়ে ১২-টিতে। একটিতে এগিয়ে কংগ্রেস।

বহরমপুরে পাঁচবারের কংগ্রেস সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী হার স্বীকার করে নিয়েছেন।

ভগবানগোলা বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে জিতেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বরানগরেও এগিয়ে তৃণমূল।

২) এই ফলাফলের জন্য মানুষকে ধন্যবাদ দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বলেছেন, তারা যোগ্য জবাব দিয়েছে নরেন্দ্র মোদীকে।

৩) বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, ভয় দেখিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে বাধা দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

৪) রাজ্যের ৩-টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করেছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস।

oooooooooooooooooo

অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে তিনশোর কাছাকাছি আসনে জিতে বা এগিয়ে থেকে টানা তৃতীয়বার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসতে চলেছে এনডিএ। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ছিল ২৭২টি আসন। এপর্যন্ত পাওয়া ফলাফল ও তার গতিপ্রকৃতি অনুযায়ী, তারা জয়ী হয়েছে বা এগিয়ে আছে ২৮৯টিতে। তবে গতবারের চেয়ে আসন অনেকটাই কমেছে বিজেপির।

অন্যদিকে, এক্সিট পোলের সম্ভাব্য ফলকে ভুল প্রমাণ করে ২৩৬টি আসনে জিতেছে বা এগিয়ে আছে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন আইএনডিআইএ জোট।

পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি আসনের সম্ভাব্য ফল নিয়ে এক্সিট পোলের পূর্বাভাসও মেলেনি। গতবারের চেয়ে আসন বেড়েছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের। কমেছে বিজেপির। ২০১৯-এ টিএমসি পেয়েছিল ২২টি আসন। এবার তারা জিতেছে বা এগিয়ে আছে ৩০-টিতে। বিজেপি গতবার ১৮টি আসনে জিতেছিল। এবার তাদের আসন সংখ্যা কমে হচ্ছে ১১। মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রে এক লক্ষের বেশি ভোটে এগিয়ে আছেন কংগ্রেসের ইশা খান চৌধুরী।

বিজেপির হাতছাড়া হয়েছে বা হতে চলেছে কোচবিহার, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলী,ঝাড়গ্রাম, বর্ধমান-দূর্গাপুর এবং আসানসোল।

oooooooooooooooooooo

ডায়মন্ডহারবার আসনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপির অভিজিৎ দাসকে প্রায় ৭ লক্ষ ১১ হাজার ভোটে হারিয়ে তৃতীয়বার নির্বাচিত হয়েছেন।

কলকাতা উত্তরে বিজেপি-র তাপস রায়কে – ৯১ হাজারের বেশি ভোটে হারিয়ে চতুর্থবারের জন্য নির্বাচিত হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ধমান দুর্গাপুরে তৃণমূল প্রার্থী, প্রাক্তন ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ ১ লক্ষ ৩৭ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত করেছেন, বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে।

আসানসোলে ৫৯ হাজারের বেশি ভোটে তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার কাছে হেরে গেছেন বিজেপি-র সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া ।

কৃষ্ণনগর আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের মহুয়া মৈত্র, তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির অমৃতা রায়েক ৫৭ হাজার ৮৩ ভোটে পরাজিত করেছেন। মহুয়া পেয়েছেন, ৬ লক্ষ ২৪ হাজার ৭২২ টি ভোট। অন্যদিকে অমৃতা ভোট পেয়েছেন ৫ লক্ষ ৬৭ হাজারেরও বেশি ভোট।

মহুয়া এই জয়ের পরে বলেন,

(বাইট- মহুয়া)

মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের বাপি হালদার, বিজেপি-র অশোক পুরকাইতকে ২ লক্ষেরও বেশি ভোটে হারিয়ে দিয়েছেন।

কোচবিহার আসনে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের জগদীশচন্দ্র বর্মা বাসুনিয়া। তিনি বিজেপি-র বিদায়ী সাংসদ, নিশীথ প্রামাণিককে ৩৯ হাজারেরও বেশি ভোটে হারিয়ে দিয়েছেন।

অন্যদিকে, **জলপাইগুড়ি** কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায়কে ৮৬ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত করে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন ডাক্তার জয়ন্ত রায়।

বারাসাতে তৃণমূল কংগ্রেসের কাকোলি ঘোষ দস্তিদার চতুর্থবারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। বিজেপি-র স্বপন মজুমদারকে তিনি হারিয়েছেন, ১ লক্ষ ১৩ হাজারের বেশি ভোটে।

বাঁকুড়ায় তৃণমূলের অরূপ চক্রবর্তীর কাছে ৩২ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত হয়েছেন বিদায়ী সাংসদ, বিজেপি-র ডাক্তার সুভাষ সরকার।

হাওড়ায় ১ লক্ষ ৫৯ হাজারের কিছু বেশি ভোটে জিতেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ধমান পূর্বে তৃণমূল কংগ্রেসের ডাক্তার শর্মিলা সরকার প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার ভোটে বিজেপি-র অসীম কুমার সরকারকে পরাজিত করেছনে।

মেদিনীপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের জুন মালিয়া প্রায় ২৯ হাজার ভোটে হারিয়েছেন বিজেপি-র প্রতিদ্বন্দ্বী অগ্নিমিত্রা পালকে।

আলিপুরদুয়ারে বিজেপি-র মনোজ টিগ্গা ৭৪ হাজারের বেশি ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রকাশ চিক বড়াইকে পরাজিত করেছেন।

দার্জিলিং কেন্দ্রে বিজেপি-র রাজু বিস্তের চেয়ে **১** লক্ষ ৪৮ হাজারের বেশি ভোটে পিছিয়ে আছেন তৃণমূল কংগ্রেসের গোপাল লামা।

ব্যারাকপুরে তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক, বিজেপি-র অর্জুন সিং চেয়ে ৬৪ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে।

বালুরঘাট কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী, দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার **১**৮ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে আছেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিপ্লব মিত্রের চেয়ে।

রায়গঞ্জে ৬৭ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে গেছেন, বিজেপি-র কার্তিক চন্দ্র পাল।

মালদা উত্তরে বিজেপি-র খগেন মুর্মূ **৭১** হাজার ৭-শোর বেশি ভোটে এগিয়ে থেকে পুনর্নির্বাচিত হতে চলেছেন।

মালদা দক্ষিণে ১ লক্ষ ২৯ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে আছেন কংগ্রেসের ইশা খান চৌধুরী।

বহরমপুরের পাঁচবারের সাংসদ, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর চেয়ে ৮৫ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে জয় সুনিশ্চিত করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ইউসুফ পাঠান।

হার স্বীকার করে নিয়েছেন অধীর।

(বাইট – অধীর)

মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে সি পি আই এম প্রার্থী, দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম **১** লক্ষ ৫৯ হাজারের বেশি ভোটে পিছিয়ে আছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আবু তাহের খানের তুলনায়।

জঙ্গিপুরে তৃণমূলের খলিলুর রহমান, কংগ্রেস প্রার্থী মুর্তজা হোসেন বকুলের চেয়ে **১** লক্ষ **১**৬ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে থেকে জয় সুনিশ্চিত করেছেন।

বীরভূমে চতুর্থবার নির্বাচিত হতে চলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের শতাব্দী রায় । প্রায় ২ লক্ষ ভোটে তিনি পেছনে ফেলেছেন বিজেপি-র দেবতনু ভট্টাচার্যকে।

বোলপুরে পুনর্নির্বাচিত হচ্ছেন তৃণমূলের অসিত মাল। বিজেপি-র পিয়া সাহার চেয়ে তিনি ৩ লক্ষ ২৭ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে।

ঘাটালে বিজেপি-র হীরন চট্টোপাধ্যায় তৃণমূলের দীপক অধিকারী ওরফে দেবের চেয়ে **১** লক্ষ ৮২ হাজারের বেশি ভোটে পিছিয়ে আছেন । এই নিয়ে তৃতীয়বার ঘাটাল থেকে নির্বাচিত হচ্ছেন দেব।

কলকাতা দক্ষিণে তৃণমূলের মালা রায়, বিজেপি-র দেবশ্রী চৌধুরীর চেয়ে **১** লক্ষ ৮৫ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে থেকে জয় সুনিশ্চিত করেছেন।

যাদবপুরে তৃণমূলের সায়নী ঘোষ, বিজেপি-র অনির্বান গাঙ্গুলীর চেয়ে ২ লক্ষ ৫৮ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে।

জয়নগরে ৪ লক্ষ ৬৮ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে থেকে জয় সুনিশ্চিত করেছেন তৃণমূলের প্রতিমা মন্ডল।

উলুবেড়িয়ায় তৃণমূলের সাজদা আহমেদ এগিয়ে ২ লক্ষ **১৩** হাজারের বেশি ভোটে।

বনগাঁ-য় বিজেপির শান্তনু ঠাকুর, তৃণমূল কংগ্রেসের বিশ্বজিৎ দাসের চেয়ে প্রায় ৭৩ হাজার ভোটে এগিয়ে থেকে জয় সুনিশ্চিত করেছেন।

বসিরহাটে বিজেপি-র রেখা পাত্র ৩ লক্ষ **১৬** হাজারের বেশি ভোটে পিছিয়ে আছেন তৃণমূল প্রার্থী শেখ নুরুল ইসলামের চেয়ে। এই কেন্দ্রে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন আই এস এফ-এর আখতার রহমান বিশ্বাস, চতুর্থ স্থানে রয়েছেন সিপিআইএম প্রার্থী নিরাপদ সর্দার।

তমলুকে বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যের চেয়ে ৬৪ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে থেকে জয় সুনিশ্চিত করেছেন।

কাঁথিতে বিজেপি প্রার্থী সৌমেন্দু অধিকারির চেয়ে প্রায় ২৪ হাজার ভোটে পিছিয়ে আছেন তৃণমূল প্রার্থী উত্তম বারিক।

শ্রীরামপুরে তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় **১** লক্ষ **৩১** হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে গেছেন বিজেপি-র কবীরশঙ্কর বোসের চেয়ে। এই নিয়ে চতুর্থবার নির্বাচিত হতে চলেছেন তিনি।

হুগলীতে বিদায়ী সাংসদ, বিজেপি-র লকেট চ্যাটার্জীর চেয়ে ৭৬ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে আছেন তৃণমূলের নতুন মুখ রচনা ব্যানার্জী।

আরামবাগে তৃণমূলের মিতালী বাগ ৮ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে আছেন।

রানাঘাটে তৃণমূলের মুকুট মণি অধিকারির চেয়ে ১ লক্ষ ৮২ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে বিজেপি-র বিদায়ী সাংসদ জগন্নাথ সরকার।

দমদমে তৃণমূল কংগ্রেসের সৌগত রায় এই নিয়ে চতুর্থবার লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছেন। বিজেপি-র শীলভদ্র দত্ত-র চেয়ে ৬৩ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে আছেন তিনি।

ঝাড়গ্রামে ১ লক্ষ ৭৩ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে থেকে জয় সুনিশ্চিত করেছেন তৃণমূলের কালীপদ সোরেন।

পুরুলিয়ায় তৃণমূলের শান্তিরাম মাহাতোর চেয়ে ১৮ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে আছেন বিজেপি-র বিদায়ী সাংসদ জোতির্ময় সিং মাহাতো।

বিষ্ণুপুরে ৬ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে আছেন বিজেপি-র সৌমিত্র খাঁ ।

oooooooooooooooooooo

উপনির্বাচনে রাজ্যের দুটি বিধানসভা কেন্দ্র, মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা এবং উত্তর ২৪ পরগণার বরানগর ধরে রেখেছে বা রাখতে চলেছে তৃনমূল কংগ্রেস। ভগবানগোলায় রেয়াত হোসেন সরকার ১৫ হাজারের বেশি ভোটে হারিয়েছেন কংগ্রেসের অঞ্জু বেগমকে। তৃনমূল কংগ্রেস বিধায়ক ইদ্রিস আলির মৃত্যুতে এই আসনটি শূন্য হয়।

বরানগরে দশম রাউন্ডের গননার সেশের বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষের থেকে ৩ হাজার ৭-শোরও বেশি ভোটে এগিয়ে রয়েছেন তৃনমূল কংগ্রেসের সায়ন্তিকা ব্যানার্জি। তাপস রায়ের ইস্তফায় আসনটি শূন্য হয়। তৃনমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়ে এবার কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছিলেন তাপস রায়।

oooooooooooooooooooo

বিজেপি অবজারভার দের কাজে লাগিয়ে নির্বাচনে কয়েকটি আসনে জিতেছে বলে তৃনমূল কংগ্রেস অভিযোগ করেছে। দলের প্রধান মমতা ব্যানার্জি আজ কালীঘাটে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, তমলুক, কাথির মত আসনে অবজারভার, ইডি, সিবিআই কে কাজে লাগিয়ে বিজেপি রিগিং করে জিতেছে। কাঁথিতে

পুনর্গননার জন্যে দলের তরফে কমিশনকে জানানো হবে। এই ফলাফলের জন্য বাংলার মানুষকে ধন্যবাদ দেন তিনি।

(বাইট)

অন্যদিকে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস মানুষকে ভোট দিতে বাধা দিয়েছে, ভয় দেখিয়ে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করেছে।

(বাইট)

oooooooooooooooooo

ফলাফল প্রত্যাশিত নাহলেও দেশের মানুষ এনডিএ এবং নরেন্দ্র মোদীর পক্ষে রায় দিয়েছে বলে বিজেপি দাবি করেছে। কলকাতায় আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে দলের রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, বিজেপি এককভাবে যে আসন পেয়েছে, ইন্ডি জোটের দলগুলি জোট বেঁধেও সেই সংখ্যক আসন পায়নি। তবে, আশানুরূপ ফল না হলেও রাজ্যে দুর্নীতি,সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিজেপি লড়াই চালিয়ে যাবে বলে।

(বাইট)

oooooooooooooooooo

ভোটের ফলাফল ঘোষনার পরে তাদের রূপরেখা চূড়ান্ত করতে বিরোধী আই এন ডি আই এ জোট আগামীকাল জরুরী বৈঠকে বসতে চলেছে। নতুন দিল্লিতে ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্যে তৃনমূল কংগ্রেস এবং জোটের সব শরিক সব দলকে আমন্ত্রন জানানো হয়েছে। আগামীকালের ওই বৈঠকে দলের তরফে সাধারন সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দেবেন বলে তৃনমূল কংগ্রেস প্রধান মমতা ব্যানার্জি আজ জানিয়েছেন।

এদিকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ জোট ও আগামীকাল দিল্লিতে বৈঠকে বসতে চলেছে।

oooooooooooooooooo

বিধানসভা নির্বাচনে অন্ধ্রপ্রদেশে টিডিপি ও ওড়িশায় বিজেপি ক্ষমতা দখল করেছে। ১৭৫টি আসনের মধ্যে টিডিপি পেয়েছে ১৩৬টি। তাদের জোটসঙ্গী জনসেনা পার্টি ২১ এবং বিজেপি ৮টি আসনে জিতেছে। বর্তমান শাসকদল YSR কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ১০টি আসন। পুলিভেন্দলা আসনে প্রায় ৬১ হাজারের বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী YS জগন্মোহন রেড্ডি।

অন্যদিকে, ওড়িশায় ১৪৭টির মধ্যে বিজেপি জিতেছে ৮০টি আসনে। ক্ষমতাসীন বিজু জনতা দল পেয়েছে ৪৯টি আসন। কংগ্রেস ১৪, সিপিআইএম ১ ও নির্দল তিনটি আসনে জিতেছে। টানা ২০ বছর মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকার পর ক্ষমতাচ্যুত হলেন নবীন পট্টনায়েক।

oooooooooooooooooo

রাজ্যের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে- নতুন অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করলেন রাজ্যপাল, আচার্য সি ভি আনন্দ বোস। নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী- প্রেসিডেন্সি, রূপকুমার বর্মণ- হরিচাঁদ গুরুচাঁদ এবং জ্যোৎস্না কুমার মণ্ডল-কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছেন। রাজভবনের এক্স হ্যান্ডলে জানানো হয়েছে, রাজ্য সরকারের পাঠানো তালিকা থেকেই এই তিন জনকে বেছে নিয়েছেন রাজ্যপাল।

১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগের নির্দেশ ছিল সুপ্রিম কোর্টের। সেই অনুযায়ী, রাজ্যপাল এই তিনজনকে নিয়োগ করলেন।

ooooooooooooooooo

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের উত্তর কাশীপুরের চালতাবেড়িয়ায় বোমা ফেটে ৫ জন গুরুতর আহত হওয়ার পর এলাকার শান্তিরক্ষায় পুলিশ এপর্যন্ত ১৫ জনকে আটক করেছে।

এদিকে, বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণে আহত ৫জন এসএসকেএম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার বিভাগে চিকিৎসাধীন।

oooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooo